চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ:৩০.০৩.২০২৬

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

চসিকের মহান স্বাধীনতা বইমেলা -২০২৬ শুরু ৩১ মার্চ
পাঠাভ্যাস গড়ে তুলতে সবার অংশগ্রহণের আহ্বান মেয়রের

মহান স্বাধীনতার মাসকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে শুরু হতে যাচ্ছে ১৯ দিনব্যাপী স্বাধীনতার বইমেলা-২০২৬।

আগামীকাল মঙ্গলবার (৩১ মার্চ) বিকেল ৪টায় নগরীর কাজীর দেউরী জেলা স্টেডিয়াম সংলগ্ন জিমনেসিয়াম মাঠে এ মেলার উদ্বোধন হবে, যা চলবে ১৮ এপ্রিল পর্যন্ত।সোমবার মেলা প্রাঙ্গণ পরিদর্শন শেষে বই মেলা মঞ্চে এক সংবাদ সম্মেলনে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, বীর চট্টগ্রামের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক চেতনাকে ধারণ করে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনের লক্ষ্যে এ বইমেলার আয়োজন করা হয়েছে।মেয়র জানান, মেলায় মোট ৪০ হাজার বর্গফুট জায়গাজুড়ে ১২৯টি স্টল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৩৫টি ডাবল স্টল এবং ৯৪টি সিঙ্গেল স্টল রয়েছে। চট্টগ্রামের পাশাপাশি ঢাকার স্বনামধন্য প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানসহ মোট ১১২টি প্রকাশনা সংস্থা অংশ নিচ্ছে।তিনি বলেন, প্রতিদিন বিকেল ৩টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত এবং ছুটির দিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত মেলা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। এবারের মেলায় লেখক পাঠকের ব্যাপক সমাগম হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। মেলায় থাকছে বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক আয়োজন। এর মধ্যে রয়েছে রবীন্দ্র উৎসব, নজরুল উৎসব, লেখক সমাবেশ, শিশু ও যুব উৎসব, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক অনুষ্ঠান, কবিতা ও ছড়া উৎসব, আলোচনা সভা, লোকজ ও নৃগোষ্ঠী সংস্কৃতি বিষয়ক আয়োজনসহ নানা অনুষ্ঠান। প্রতিদিনের আলোচনা সভায় দেশের বিশিষ্ট লেখক, কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও শিক্ষাবিদরা অংশ নেবেন। মেয়র বলেন, বই মানুষের প্রকৃত বন্ধু। বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই মোবাইল ও মাদকের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ছে, যা তাদের ভবিষ্যতের জন্য হুমকি। বইমেলা তরুণ প্রজন্মকে সৃজনশীল পথে ফেরাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।তিনি অভিভাবক, শিক্ষক ও সমাজের সকল স্তরের মানুষকে এ বিষয়ে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান। নিরাপত্তা প্রসঙ্গে মেয়র জানান, পুরো মেলা প্রাঙ্গণ সিসিটিভি নেটওয়ার্কের আওতায় থাকবে এবং পুলিশের পাশাপাশি বেসরকারি নিরাপত্তা সংস্থাও দায়িত্ব পালন করবে। দর্শনার্থীদের স্বাচ্ছন্দ্যে চলাচলের জন্য পর্যাপ্ত খোলা জায়গা রাখা হয়েছে। তিনি বলেন, এই বইমেলা শুধু একটি আয়োজন নয়, এটি চট্টগ্রামের সকল মানুষের। লেখক, পাঠক ও সংস্কৃতিমনা মানুষের মিলনমেলায় পরিণত হবে এ আয়োজন। মেয়র গণমাধ্যমকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বইমেলার প্রচার প্রসারে সহযোগিতা কামনা করেন এবং সকল শ্রেণি পেশার মানুষকে পরিবারসহ মেলায় অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান। এসময় উপস্থিত ছিলেন চসিকের ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও সচিব মো. আশরাফুল আমিন, প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা ড. কিসিঞ্জার চাকমা, মেয়র মহোদয়ের পিএস অভিষেক দাস, আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা প্রনয় চাকমা, রাজস্ব কর্মকর্তা সাব্বির রহমান সানি, আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা জোবাইদা আকতার, শিক্ষা কর্মকর্তা নাজমা বিনতে আমিন, জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা আজিজ আহমদ, সমাজ কল্যাণ কর্মকর্তা মামুনুর রশীদ মামুন, চট্টগ্রাম সৃজনশীল প্রকাশক পরিষদের সভাপতি শাহাবুদ্দীন হাসান বাবু সহ কর্মকর্তাবৃন্দ।

স্বাধীনতার বইমেলা-২০২৬ উপলক্ষ্যে সোমবার মেলা প্রাঙ্গণ পরিদর্শন করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন

নেভী কনভেনশন হল–আকবর শাহ সংযোগ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধনকালে মেয়র চট্টগ্রামকে বাণিজ্যিক রাজধানী করতে যোগাযোগ ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো হচ্ছে চট্টগ্রাম নগরীর যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও যানজট নিরসনে সোমবার দুপুরে ১৩ নং ওয়ার্ডস্থ নেভী কনভেনশন হল থেকে আকবর শাহ মোড় পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। প্রায় ১২ কোটি টাকা ব্যয়ে (এডিপি অর্থায়নে) বাস্তবায়িতব্য এ প্রকল্পটির আওতায় ২.৯১ কিলোমিটার দীর্ঘ সড়কটি ১৩.৭১ মিটার (প্রায় ৪৫ ফুট) প্রশস্ত করে সম্পূর্ণ বিটুমিনাস কার্পেটিংয়ের মাধ্যমে উন্নয়ন করা হবে। পাশাপাশি পুরো সড়কে ক্যাটস আই স্থাপনসহ পেইন্ট মার্কিং করা হবে। গুরুত্বপূর্ণ স্থানে জেব্রা ক্রসিং, স্পিড লিমিট, বাম ডান নির্দেশক সাইন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ প্রয়োজনীয় তথ্যসম্বলিত সাইনেজ স্থাপন করা হবে। এছাড়া সড়কের উভয় পাশে মোট ৫.৫০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ১.৫ মিটার প্রশস্ত ফুটপাত নির্মাণ করা হবে, যেখানে পার্কিং টাইলস ব্যবহার করা হবে। ৩ কিলোমিটার দীর্ঘ ১ মিটার প্রশস্ত নতুন ড্রেন নির্মাণ এবং ৭০০ মিটার মিডিয়ান আইল্যান্ড

নির্মাণ করা হবে, যেখানে কার্ব স্টোন ও দৃষ্টিনন্দন বাগান থাকবে। সড়কের উভয় পাশেও সৌন্দর্যবর্ধনে বাগান তৈরি করা হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, চট্টগ্রামকে বাণিজ্যিক রাজধানী হিসেবে আরও কার্যকর করতে আধুনিক ও নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা অপরিহার্য। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে নগরীর গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলোর মধ্যে সংযোগ আরও সহজ ও গতিশীল হবে। তিনি আরও বলেন, নির্মাণ কাজে কোনো ধরনের বাধা সৃষ্টি হলে তা আমাকে জানাবেন, আমরা আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করব। একই সঙ্গে সড়ক সম্প্রসারণে ভূমি ছাড়ার ক্ষেত্রে নগরবাসীর সহযোগিতা অত্যন্ত প্রয়োজন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান প্রকৌশলী আনিসুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আবু সাদাত মো. তৈয়ব, প্রকল্প পরিচালক জসিম উদ্দিন, নির্বাহী প্রকৌশলী তাসমিয়াহ তাহসিন, সহকারী প্রকৌশলী মো. শহীদুল্লাহ, উপ সহকারী প্রকৌশলী ফরিদ আহমেদ, সাবেক কাউন্সিলর মনোয়ারা বেগম মনি, বিএনপি নেতা আবদুল হালিম স্বপন, আবদুল আহাদ রিপন সহ সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী ও কর্মকর্তারা।

সমন্বিত উদ্যোগেই পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকতের আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন পরিষেবা সম্ভব। মেয়র, ডাঃ শাহাদাত হোসেনও

এমএএফ আয়োজনে পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকতে পর্যটন পরিষেবার উন্নয়ন মতবিনিময় ও অংশিজন সভা অনুষ্ঠিত পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত বাংলাদেশের অন্যতম মনোরম ও জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র। চট্টগ্রাম নগরীর কেন্দ্রস্থল থেকে মাত্র ১৪ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত হওয়ায় এটি সহজেই পৌঁছানো যায় এবং দিন দিন পর্যটকদের কাছে এর আকর্ষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রায় ৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এই সৈকতকে আধুনিক ও বিশ্বমানের পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হচ্ছে। ইতোমধ্যে সম্পন্ন হওয়া দৃষ্টিনন্দন সাজসজ্জা পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আজ সোমবার, ৩০ মার্চ ২০২৬, চট্টগ্রাম নগরীর কপার চিমনী রেস্টুরেন্টে মাল্টিপার্টি অ্যাডভোকেসি ফোরাম (এমএএফ)-এর আয়োজনে এবং ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনালের সহযোগিতায় "পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকতে পর্যটন পরিষেবার উন্নয়ন" শীর্ষক মতবিনিময় ও অংশিজন সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ড. শাহাদাত হোসেন। সভাপতিত্ব করেন এমএএফ চট্টগ্রামের সাধারণ সম্পাদক মোঃ জসিম উদ্দীন চৌধুরী এবং সঞ্চালনা করেন ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনাল চট্টগ্রাম রিজিয়নের কনসালটেন্ট সদরুল আমিন। সভায় পুলিশ সুপার, টুরিস্ট পুলিশ চট্টগ্রাম রিজিওন উত্তম প্রসাদ পাঠক (পিপিএম), ডিসি ট্রাফিক (পোর্ট) কবির আহমেদ, সহকারী কমিশনার (পর্যটন) সুব্রত হালদার, সিডিএ'র নগর পরিকল্পনাবিদ জহির আহমেদ, পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক ঊর্মি সরকার সহ প্রশাসন, সাবেক কাউন্সিলর ইসমাইল হোসেন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, নাগরিক সমাজ, সাংবাদিক প্রতিনিধি এবং এমএএফ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এমএএফ-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মদ মামুনুর রশিদ মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। বক্তারা উল্লেখ করেন, সরকার পতেঙ্গা সৈকত এলাকাকে পর্যটন অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করেছে এবং চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সিডিএ) ও বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের সহযোগিতায় বৃহৎ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ইতোমধ্যে সিঁড়ি, শৌচাগার, বাগান, ওয়াকওয়ে ও সড়ক বাতি স্থাপন করা হলেও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের অভাব ও অবৈধ স্থাপনার কারণে অনেক সুবিধা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সভায় বক্তারা অবকাঠামোগত উন্নয়ন, যানজট নিরসন, সমন্বিত পার্কিং সুবিধা, পর্যাপ্ত আধুনিক টয়লেট ও বিশ্রামাগার স্থাপন, নিরাপত্তা জোরদার, পরিচ্ছন্নতা রক্ষা, পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ গ্রহণ এবং খাদ্য ও আবাসন সুবিধা উন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। প্রধান অতিতির বক্তব্যে, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন (সিসিসি)-এর মেয়র ড. শাহাদাত হোসেন, সরকার ঘোষিত বানিজ্যিক রাজধানী বাস্তবায়ন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত উন্নয়নে পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনা, উন্নত নিরাপত্তা এবং আধুনিক পর্যটন সুবিধার মাধ্যমে পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকতকে একটি আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন কেন্দ্রে রূপান্তরিত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মেয়র পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকতকে আরও জনবান্ধব ও পর্যটকদের জন্য সুবিধাজনক করে তুলতে সেখানে শৃঙ্খলা বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। তিনি এলাকাটি পর্যবেক্ষণ ও শৃঙ্খলা রক্ষায় সহায়তার জন্য আনসার সদস্য ও বেসরকারি নিয়োগের প্রস্তাব দেন। ড. শাহাদাত হোসেন আরও উল্লেখ করেন যে, তাঁর সরাসরি তত্ত্বাবধানে থাকা ম্যাজিস্ট্রেটদের হস্তক্ষেপে সৈকত থেকে অবৈধ দখল উচ্ছেদের উদ্যোগ ইতোমধ্যে নেওয়া হয়েছে। পরিবেশ সুরক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরে মেয়র সৈকতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সংরক্ষণের ওপর জোর দেন। তিনি পরামর্শ দেন যে, মনোরম পরিবেশ বজায় রেখে পর্যটকদের সুবিধা নিশ্চিত করতে পরিকল্পিতভাবে দোকানপাট স্থাপন করা উচিত। জেলা প্রশাসন, সিডিএ, পর্যটন কর্পোরেশন, টুরিস্ট পুলিশ ও অন্যান্য সেবা সংস্থার সমন্বয়ে বীচ ম্যানেজমেন্ট কমিটি কারযকর করার উদ্দ্যোগ নেয়া হবে। যৌথ ব্যাংক হিসেবের মাধ্যমে বীচের যাবতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা ও পরিচালন ব্যয় বাস্তবায়ন করা হবে। জোন ভিত্তিক পরিকল্পিত নকশা প্রনয়ন করে, করতে হবে যাতে দর্শনার্থীদের চলাচলে বাধা সৃষ্টি না হয় বা প্রাকৃতিক দৃশ্যের ক্ষতি না হয়। সৈকতের কার্যকর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে সিটি কর্পোরেশন, জেলা প্রশাসন, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সিডিএ), ট্যুরিস্ট পুলিশ, পর্যটন-সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠী, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং স্থানীয় বাসিন্দাসহ বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বিত প্রচেষ্টার আহ্বান জানান মেয়র। সেই সাথে সকল সেবা সংস্থাকে এক ছাতার নীচে নিয়ে নাগরিক সেবা নিশ্চিতে নগর সরকার বাস্তবায়নের দাবি জানান। সভার বক্তাদের দাবির প্রেক্ষিতে সৈকতের পে পারকিং ব্যাবস্থা বাতিলের দাবি সমর্থন করে, জেলা প্রশাসনকে পুনরায় ইজারা বন্ধ রাখার অনুরোধ করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকতকে একটি নিরাপদ, পরিচ্ছন্ন এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত করা যাবে। সভায় আরও বক্তব্য রাখেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ও সাংবাদিক নেতারা। সভা শেষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, জেলা প্রশাসন, সিটি কর্পোরেশন, সিডিএ, পর্যটন কর্পোরেশন, টুরিস্ট পুলিশ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার সমন্বয়ে একটি কার্যকর "বীচ ম্যানেজমেন্ট কমিটি" গঠন করা হবে। এর মাধ্যমে পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকতের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও পরিচালনা ব্যয় যৌথভাবে ব্যবস্থাপনা করা হবে।এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ক্যাব সাধারণ সম্পাদক ইকবাল বাহার সাবেরি, প্রাণ প্রকৃতি সম্পাদক শারুদ নিজাম, পূর্বদেশ এর নির্বাহী সম্পাদক মোশারফ রাসেল, এনটিভির এনাম হায়দার, ইন্ডিপেন্ডেন্ট এর অনুপম শীল ও বিটিভির আমজাদ হোসেন, এমএএফ সদস্য মাহমুদুর রহমান মান্না, ফারহানা আক্তার জসিম, মোঃ সাইফুল, পারভিন আক্তার রোজা, এডভোকেট বিলকিস আরা মিতু, আব্দুল্লাহ আল মামুন, ওসমান গনি, নাসরিন আক্তার। পতেঙ্গা থানা জমায়াত নেতা হামিদ উল্লাহ, ব্যবসায়ি নেতা আইউব আলী, মোরশেল আলম, আবু বক্কর সিদ্দিক, আব্দুল হামিদ। সভায় বক্তারা আশা প্রকাশ করেন

যে, সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকতকে একটি নিরাপদ, পরিচ্ছন্ন ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত করা সম্ভব হবে, যা দেশীয় ও বিদেশি পর্যটকের আগমন বৃদ্ধি করে স্থানীয় অর্থনীতি ও জাতীয় পর্যটন শিল্পকে আরও সমৃদ্ধ করবে।

চমেক হাসপাতালে ওটি উদ্বোধন ও শিশু ওয়ার্ড পরিদর্শনকালে ডা. শাহাদাত হোসেন
আধুনিক চিকিৎসা সেবায় অবকাঠামোগত উন্নয়নের বিকল্প নেই

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অর্থোপেডিক্স ইমার্জেন্সি অপারেশন থিয়েটার (ওটি) সম্প্রসারণ, আধুনিক লাইব্রেরি ও রেনোভেটেড ক্লাসরুম উদ্বোধন এবং শিশু বিভাগ পরিদর্শন কর্মসূচি সম্পন্ন হয়েছে, যা হাসপাতালের চিকিৎসা ও একাডেমিক কার্যক্রমে নতুন মাত্রা যোগ করবে। সোমবার সকাল ১১টায় হাসপাতালের এনেস্থেশিয়া বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এসব উন্নয়ন কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র বলেন, আধুনিক ও সময়োপযোগী চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে অবকাঠামোগত উন্নয়নের কোনো বিকল্প নেই। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের এই সম্প্রসারণ রোগীদের দ্রুত ও উন্নত চিকিৎসা প্রাপ্তি নিশ্চিত করবে এবং স্বাস্থ্যসেবার সামগ্রিক মান উন্নয়নে সহায়ক হবে।
তিনি আরও বলেন, বিশেষ করে সড়ক দুর্ঘটনা ও বিভিন্ন ট্রমাজনিত রোগীর সংখ্যা বিবেচনায় জরুরি অপারেশন সুবিধা বাড়ানো সময়ের দাবি। সম্প্রসারিত অর্থোপেডিক্স ইমার্জেন্সি ওটি এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। পাশাপাশি আধুনিক লাইব্রেরি ও উন্নত ক্লাসরুম চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। মেয়র বলেন, নতুন ওটি চালুর ফলে জরুরি ভিত্তিতে অস্ত্রোপচার সেবার সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, অপারেশনের অপেক্ষার সময় কমবে এবং রোগীদের ভোগান্তি হ্রাস পাবে। একই সঙ্গে আধুনিক লাইব্রেরি চিকিৎসকদের জ্ঞানচর্চা ও গবেষণায় সহায়ক হবে এবং রেনোভেটেড ক্লাসরুম একাডেমিক কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করবে।
এদিন সকালে মেয়র হাসপাতালের শিশু বিভাগ পরিদর্শন করেন এবং হাম উপসর্গ নিয়ে ভর্তি রোগীদের খোঁজখবর নেন। তিনি চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলেন এবং রোগীদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার নির্দেশনা প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডা. মো. তসলিম উদ্দিন, এনেস্থেশিয়া বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডা. হারুন অর রশীদ, অধ্যাপক কে এম বাকি বিল্লাহ, সহকারী অধ্যাপক ডা. মো. মহিউদ্দিন মাজেদ চৌধুরী, শিশু স্বাস্থ্য বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ মুসা মিঞা, সহযোগী অধ্যাপক ডা. বেলায়েত হোসেন ঢালী, সহকারী অধ্যাপক ডা. জাবেদ বিন আমিন, সহকারী অধ্যাপক ডা. মাহমুদ আল ফারাবী, সহযোগী অধ্যাপক ডা. মহিউদ্দিন মানিক, ডা. ইলহাম ইমাম, ডা. রিয়াসাত শাহাবুদ্দিন, ডা. সামিউল করিম, ডা. আফরিনা জাহান শেফা, ডা. জহির শাহসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগের চিকিৎসকবৃন্দ।

“ক্রীড়াকে পেশা ও জীবিকার মাধ্যম হিসেবে গড়ে তোলা সরকারের অঙ্গীকার”—মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন

চট্টগ্রামের মুরাদপুরস্থ এলজিইডি ভবন মিলনায়তনে ৩য় আন্তর্জাতিক আইটিএফ তায়কোয়ান্দো সেমিনার ও চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৬ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। দুইদিনব্যাপী এই আয়োজনে দেশি-বিদেশি ক্রীড়াবিদ, প্রশিক্ষক ও সংগঠকরা অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধক ছিলেন ফেডারেশন অব আইটিএফ বাংলাদেশের সভাপতি মাসুম পারভেজ রুবেল। প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য দেন শিহান প্রিন্সিপাল অজয় দে (৬ষ্ঠ ড্যান, বিএমএসি) এবং তিনি ফেডারেশন অব আইটিএফ বাংলাদেশের ভাইস প্রেসিডেন্ট।প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, “ক্রীড়াকে পেশা ও জীবিকার মাধ্যম হিসেবে গড়ে তোলা বর্তমান সরকারের অন্যতম নির্বাচনী অঙ্গীকার। আমাদের লক্ষ্য তরুণ প্রজন্মকে শারীরিকভাবে সুস্থ, মানসিকভাবে দৃঢ় ও দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা।” তিনি আরও বলেন, “সরকার ইতোমধ্যে ৪র্থ শ্রেণী থেকে ক্রীড়া শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার উদ্যোগ নিয়েছে। এটি শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এবং তাদের ক্রীড়া দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। সমাজকে কিশোর গ্যাংমুক্ত করতে খেলাধুলার বিকল্প নেই। এজন্য নগরীর ৪১টি ওয়ার্ডে পর্যায়ক্রমে খেলার মাঠ নির্মাণ ও উন্নয়ন করা হচ্ছে।”অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশেষ অতিথিদের মধ্যে ছিলেন আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষক ও আইটিএফ চায়নার মহাসচিব জনাব লিউ চেন (৬ষ্ঠ ড্যান), আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষক জনাব কোসরু উদ্দিন (৪র্থ ড্যান, যুক্তরাজ্য), আইটিএফ বাংলাদেশের উপদেষ্টা মোহাম্মদ মোশিউল আলম স্বপন ও মোহাম্মদ আলাউদ্দিন আল আজাদ, আন্তর্জাতিক উশু বিচারক ও কোচ ডা. শফি। আয়োজকরা জানান, দুইদিনব্যাপী এই আন্তর্জাতিক সেমিনার ও চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণকারীরা আধুনিক প্রশিক্ষণ, কৌশলগত দিকনির্দেশনা এবং আন্তর্জাতিক মানের প্রতিযোগিতার অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন। এতে দেশের খেলোয়াড়দের দক্ষতা উন্নয়ন হবে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশের ক্রীড়া মানকে আরও শক্তিশালী করার সুযোগ তৈরি হবে। এছাড়া, আয়োজনে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে প্রতিযোগিতা, প্রশিক্ষণ সেশন, কারিগরি কর্মশালা এবং আন্তর্জাতিক রেফারিং সেশন অনুষ্ঠিত হবে। আয়োজকরা আশা প্রকাশ করেছেন, এ ধরনের আন্তর্জাতিক মানের আয়োজন বাংলাদেশের ক্রীড়া খাতকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে এবং তরুণ প্রজন্মকে সৃজনশীল, দক্ষ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হতে উৎসাহিত করবে।

স্বাক্ষরিত/-

(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮